মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

আবদুর রাউফ

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে একটি বইয়ের বাজেয়াপ্তকরণ নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে ধরনের চাপান - উতোরের ঝড় বয়ে গেল স্বাভাবিক কারণেই তা অপ্রত্যাশিত ছিল না। আসলে প্রকাশিত বই যেমন হোক সেটা নিষিদ্ধ করা সঙ্গত কিনা সেসম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া অন্তত তাঁদের পক্ষে বেশ মুশকিল যাঁরা মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সচেতন কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী বইটি বাজোয়াপ্ত করার সপক্ষেই নিজেদের দ্ব্যর্থহীন অভিমত ব্যক্ত করেছেন । তাঁদের বিবেচনার মধ্যে এখানকার মুসলিম সম্প্রদায়ের সেন্টিমেন্ট আহত হওয়ার প্রশ্নটা প্রাধান্য পেয়ে থাকবে। কেউ কেউ বলেছেন ও সেকথা।

কিন্তু এই সেন্টিমেন্ট আহত হওয়ার যুক্তি অনেকের কাছেই গ্রাহ্য হয়নি । 'দ্বিখণ্ডিত' -র লেখিকা স্বয়ং প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁর আগের বইগুলোতে ইসলামবিরোধী লেখা অনেক বেশি থাকা সত্ত্বেও ভারতের মুসলমানদের সেন্টিমেন্ট যদি আহত না হয়ে থাকে, কোনও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ঘটনা যদি না ঘটে থাকে তা হলে এই বইটা নিয়ে তেমন কিছু ঘটবেই -- একথা আগাম ধরে নেওয়া হল কেন ? লেখিকার আগের বইগুলো যাঁরা পড়েছেন আমাদেরর এপারবাংলার তেমন বহু বুদ্ধিজীবী 'দ্বিখণ্ডিত' পড়ার পর ওই একই প্রশ্ন তুলেছেন।

প্রশ্নটি মুসলিম সেন্টিমেন্ট সম্পর্কে নিদাণ অজ্ঞতার পরিচায়ক বলেই এই আলোচনার সূত্রপাত। প্রথমেই বিচার করা দরকার ইসলামবিরোধী বলতে লেখিকা কী বোঝাতে চেয়েছেন। সাধারণ ভাবে ইসলাম - অনুসরণকারীরা দেশ, কাল, পরিবেশ ও পরিস্থিতি ভেদে এমন অনেক আচার, অনুষ্ঠান, প্রথা ইত্যাদি পালনে অভ্যস্ত, যেগুলোসম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যেই মতভেদ বিস্তর। কারা প্রকৃত মুসলমান এবং কারা নয় তা নিয়ে বাগ - বিতণ্ডার অন্ত নেই। সব বিতণ্ডাই কোরঅন এবং হদিস সমূহের ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যভিত্তিক। সেসব ভাষ্যকে কেন্দ্র করে ইসলামের অনুসরণকারীদের মধ্যেই মতভেদ বিস্তর। কারা প্রকৃত ভিন্ন ভিন্ন অভাষ্যভিত্তিক। যে ভাষ্যকে কেন্দ্র করে ইসলামের অনুসরণকারীদের নিজেদের মধ্যেই গড়ে উঠেছে অন্তত চুয়াত্তরটি 'মজহাব' বা সম্প্রদায়। লেখিকা ইসলামবিরোধীবলতে একধরনের কোন মজহাবের ভাষ্যের বিরোধিতা বুঝিয়েছেন সেসম্পর্কে তাঁর কোনও ধারনা আছে ? কিংবা যেসব বুদ্ধিজীবী তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন তাঁরাও কি কোরআন - হাদিসের ভাষ্যর বিপুল বৈচিত্র্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ?

ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যের প্রবক্তারা যে একে অন্যের প্রবল সমালোচনা করবেন, অন্য মজহাবের ভাষ্যকারকে নস্যাৎ করে দিতে চাইবেন, তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত কিছু বিশেষ আচার - আচরণ, প্রথা ইত্যাদিকে বাতিল ঘোষণা করবেন---এটাইতো স্বাভাবিক। যে ভাষ্যকারের বিদ্ধে এসব করা হবে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে যে ইসলামবিরোধী প্রতিপন্ন করার জন্য উঠে পড়ে লাগবেন। এটাও তো স্বাভাবিক। ইসলামের অনুসরণকারীরা সবাই বৈচিত্র্যহীন একবগ্গা একটা মতাদর্শ অনুসরণ করে -- এভাবে ধরে নেওয়াটা তাঁদের সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক । তাই আমাদের আলোচ্য লেখিকাযখন বলেন, তাঁর লেখায় নাকি আদ্যন্ত ইসলামবিরোধিতার প্রসঙ্গে আছে তখনই ইসলাম সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। আসলে তিনি কোনও দিন জানার চেষ্টাই করেননি, ইসলামের বিশেষ কোনও ভাষ্যের বিরোধিতা আর হজরত মহম্মদ সম্পর্কে কতগুলো মৌলিক ধারণার বিরোধিতা এক জিনিস নয়।

হজরত মহম্মদ ঈশ্বরের দূত। তিনি ইসলামের শেষ বাণীবাহক, তাঁর মাধ্যমেই মুসলমানেরা পেয়েছে কোরআন এবং তিনি নিজে যা করেছেন ও বলেছেন তাইই হাদিস -- এসব হচ্ছে সেই মৌলিক ধারণা। ধর্মে যাঁদের আস্থা আছে এমন প্রতিটি মুসলমানের বিশ্বাসের মর্মবস্তু হচ্ছে এই ধারণাগুলো ।ইসলামের অনুসরণকারীদের বিভিন্ন মজহাবের মধ্যে যত ঝগড়াই থাক হজরত মহম্মদ সম্পর্কে ওই মৌলিক ধারণাগুলো নিয়ে তাদের মধ্যে তিলমাত্রও মতবিরোধ নেই। থাকলে তাকে কিছুতেই ধর্মে আস্থাশীল মূসলমান বলা যাবে না। যিনি ধর্মে আস্থাশীল মুসলমান তাঁর বিশ্বাসের কাঠমোটাই গড়ে ওঠে উল্লিখিত মৌলিক ধারণাগুলোর উপর ভিত্তি করে।

তাই হজরত মহম্মদ সমালোচিত হলে ধর্মবিশ্বাসী মুসলমানের দাঁড়াবার আর জায়গা থাকে না। তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিটাই টলে যায়। যে কোনও বিশ্বাসী মুসলমানের পক্ষে এধরনের পরিস্থিতি বরদাস্ত করা প্রায় অসহ্য হয়ে ওঠে।কারণ, বিশ্বাসী হৃদয়ে বিশ্বাসের মর্মবস্তু সম্পর্কে প্রবল আবেগ থাকাটাই স্বাভাবিক। যে কোনও ধর্মবিশ্বাস এইরকমই ।এর আর অন্য কোন ব্যাখ্যা হয় না। এই বিশ্বাসজনিত ভাবাবেগের জায়গাটায় কোনও যুক্তিটুক্তি চলে না। তাই যুক্তিবাদীদের পক্ষে এই ভাবাবেগের চরিত্র অনুধাবন করা মুশকিল বলেই 'দ্বিখণ্ডিত' -র লেখিকা এবং তাঁকে সমর্থনকারী বুদ্ধিজীবীরা সমস্যাটা ধরতেই পারছেন না। তাঁরা ভাবছেন, 'নির্বাচিত কলাম', 'আমার মেয়েবেলা', 'উতল হাওয়া' ইত্যাদি বইয়ের যে ধরনের ইসলামবিরোধিতা আছে ইসলামের শেষ বাণীবাহকের বিরোধিতাও বোধকরি তারই সমগোত্রের। গণ্ডগোলটা বাধছে এইখানটাতেই।

ব্যাপারটা যে আদৌ সমগোত্রের নয় তা অদূর অতীতের অভিজ্ঞতার দিকে তাকালেই সমালোচনা এই প্রথম হচ্ছে এমন নয়। আমাদের বিতর্কিত লেখিকা তাঁর আগের বইগুলোতে ইসলামের যে ধরনের সমালোচনা করেছেন সেটা নতুন কিছু নয়। তাঁর অনেক আগে আমাদের এই বঙ্গভূমিতেই ওইসব সমালোচনা হাজির করেছিলেন বেগম রোকেয়া। তবে তাঁর সমালোচনার ধরণ ছিল অত্যন্ত শোভন ও চিত্তাকর্ষক। সমালোচনা করেছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন প্রমুখ ঢাকার শিখা গোষ্ঠির ভাবুকেরাও । প্রচলিত ইসলাম কিংবা ইসলামের যুগোপযোগী যুক্তিবিচারহীন যান্ত্রিক অনুসরণকারীদের বিদ্ধে সেসব সমালোচনা ছিল মানবতাবাদী দার্শনিক প্রত্যয়ে সমৃদ্ধ। কবি কাজী নজল ইসলাম এইই মানবতাবাদী দার্শনিক প্রত্যয়ে সমৃদ্ধ হওয়ার কারণেই সেই সময় আমাদের অবিভক্ত দেশের মুসলমানদের অনুসৃত কিছু কিছু ধ্যান ধারণা, অর্থহীন প্রথা ইত্যাদির কঠোর সমালোচক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

কিন্তু লক্ষণীয়, বেগম রোকেয়া, শিখাগোষ্ঠীর ভাবুকেরা কিংবা নজল -- কেউই কখনও ইসলামের শেষ বাণীবাহক হজরত মহম্মদের সমালোচনা করেননি। কারণ তাঁরা ইসলামের মর্মবস্তু, হজরত মহম্মদ সংক্রান্ত মৌলিক ধরণাগুলোর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ধর্মে আস্থাশীল মুসলিম হৃদয়ের বিশ্বাসের কাঠামো এবং সেই কাঠামো নিয়ে স্পর্শকাতরতা ও ভাবাবেগ সম্পর্কে পুর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। উপরন্তু কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ ভাবুকেরা জানতেন, এই ঐতিহাসিক মহামানবের ভূমিকা বিশ্বমানবতার তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিস্ময়করভাবে প্রগতিশীল ছিল। বর্তমান দেশ কাল এবং তার প্রয়োজনীয়তার প্ররিপ্রেক্ষিতে তাঁর তৎকালীন আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করাটা নির্বুদ্ধিতা ।এই নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন করে 'দ্বিখণ্ডিত' -র লেখিকার মতো খামোখা বিশ্বাসী হৃদয়ের ভাবাবেগকে আহত করার কোনও সার্থকতাই তাঁরা খুঁজে পাননি।

হজরত মহম্মদকেন্দ্রিক ভাবাবেগ আহত হলে কী প্রলয়কাণ্ড ঘটতে পারে আমাদের দেশেও অদূর অতীতে তার নজির দেখা গেছে, এবং বারবার তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কাশ্মীরে হজরতবাল মসজিদে সংরক্ষিত হজরত মহম্মদের চুল চুরি যাওয়ায়, ইসলামের এই শেষ বাণীবাহকের নামে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের কুকুরের নামকরণের সংবাদ কলকাতার একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত হওয়ায় এবং মাত্র বছরকয়েক আগে সলমন শদির 'স্যাটানিক ভার্সেস' -এ চাতুর্যের সঙ্গে হজরত মহম্মদ ও তাঁর পরিবার বিকৃতভাবে চিত্রিত হওয়ায় কীরকম ব্যাপক প্রতিক্রিয়া,মারমুখী বিক্ষোভ, ভাঙচুর,

বহি-উৎসব, দাঙ্গা, প্রাণহানি ইত্যাদি ঘটেছিল তা অনেকের স্মরণে থাকার কথা। অথচ মজার কথা এই, ইসলামের অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক বিকৃত সমালোচনা সত্ত্বেও, এমনকী স্বয়ং স্রষ্টা নিয়ে কৌতুক করলেও তথাকথিত ফ্যানাটিক অন্ধবিশ্বাসপ্রবণ মুসলমানেরা এধরনের কোনও প্রতিক্রিয়া দেখায় না। 'বিদ্রোহী' নজল তো 'খেয়ালি বিধি'-র বক্ষে সদর্পে পদচিহ্ই এঁকে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেজন্য তথাকথিত ফ্যানাটিক মুসলমানেরা তাঁকে কেউ মারতে যায়নি। এধরনের ইসলামবিরোধী সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হজরত মহম্মদকেন্দ্রিক বিশ্বাসী হৃদয়ের স্পর্শকাতরতার চরিত্র অনুধাবন করলে অমুসলিম বুদ্ধিজীবীরা হয়ত কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন --- মুসলিম - মানস অনুধাবনে কোথায় তাঁদের গণ্ডগোল হচ্ছে।

কেউ কেউ অবশ্য প্রশ্ন তুলতেই পারেন, মুসলিম মানসে মহম্মদকেন্দ্রিক স্পর্শকাতরতা আছে বলেই কি সমালোচনা করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে অবশ্য পাল্টা প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায় ওই প্রশ্নকর্তাদের উপরেই বর্তাবে । জবাব দিতে হবে, যে সমালোচনায় কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ মানুষের হৃদয় ব্যথিত হবেই --- সেটা জানা থাকা সত্ত্বেও কোন মহৎ মানবিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একাজটা না করলেই নয়। মহৎ মানবিক উদ্দেশ্য যদি না থাকে তা হলে খামোখা ধর্মপ্রাণ হৃদয়ে আঘাত হানার এই প্রবণতা কেন?

আগেই বলেছি হজরত মহম্মদের ব্যক্তিগত মতামত, আচার-আচরণকে বুঝতে হবে তাঁর সময়ের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কথা খেয়াল রেখে। । যাঁরা একথা খেয়াল রেখে এই মহামানবকে বোঝার চেষ্টা করেন তাঁরা একটুচেষ্টা করলেই বুঝতে পারেন আজকের পরিবর্তিত দুনিয়ার তাঁর শিক্ষার সৃজনশীন ব্যাখ্যা কেমন হওয়াটা বাঞ্ছনীয় ।যেকথা বুঝেছিলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ, কাজী আবদুল ওদুদ, বেগম রোকেয়া, কাজী নজল ইসলাম প্রমুখ। তাই হজরত মহম্মদের অযথা সমালোচনা না করেও মুসলিম সমাজে প্রগতির পন্থা নির্দেশে তাঁদের কোনও অসুবিধাইহয়নি। যাঁরা উল্লিখিত মহাজনদের চেয়েও বেশি অগ্রসর, মুসলিম সমাজে আর ও অতি প্রগতির বন্যা বইয়ে দিতে আগ্রহীতাঁদের দেখাতে হবে হজরত মহম্মদের কোন নির্দেশ সেই আগ্রহ বাস্তবায়নের পথে বাধা ? তা না দেখিয়ে সমালোচনার নাম কুৎসা করার উদ্দেশ্য কী?

ইতিবাচক কোনও উদ্দেশ্য যদি সত্যিই থাকে তা হলে সেই অতি প্রগতিশীলদের বুঝতে হবে ইসলাম ধর্ম হজরত মহম্মদকেন্দ্রিক হলেও তিনিই কঠোরভাবে এমন সব বন্দোবস্ত করে গেছেন যাতে ইসলামের অনুসারীদের কারও পক্ষেই তাঁকে উপাস্য বানিয়ে ফেলা সম্ভব হয়নি। হজরত মহম্মদের কঠোর নিষেধাজ্ঞার ফলেই তাঁর কোনওছবি কিংবা মূর্তি নেই। ব্যক্তিপুজো জিনিসটা ছিল তাঁর ঘোরতর অপছন্দ। নিজেকে আর পাঁচজনের মতো মানুষ ছাড়া অন্য কোনও রকম অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা তিনি কখনও করেননি। ঈশ্বরের বাণী বাহক ছাড়া নিজের অন্য কোনও অতিলৌকিক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। ব্যক্তিপুজোর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন বলেই এ রকম একজন মহামানবের যাবতীয় শিক্ষার যুগোপযোগী সৃজনশীল ব্যাখ্যা পেতে কোনও বাধা নেই। অবশ্য তেমন ব্যাখ্যায় সাফল্য পেতে হলে এই জটিল বিশ্বব্যবস্থার সামনে সাধারন মানুষের অসহায়তার প্রতি সহমর্মিতা তথা ভালবাসা থাকাটা জরি। যাঁদের এই সহমর্মিতা নেই তাঁরাই কেবল ইসলামের কোটি কোটি অনুসারীকে বুদ্ধু বলে গালাগাল দিতে পারেন। এই ধরনের নিছক গালাগলিও কি বাকস্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত হবে? ।